যুগান্তর

তারিখ ..... 6 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১

আদ্যোপান্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৩

# সার্টিফিকেট বিক্রিকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনে বন্ধ করে দিতে হবে

## ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জামিলুর রেজা চৌধুরী

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী

মুসতাক আহমদ

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশিষ্ট তথ্যপ্রযুক্তিবিদ অধ্যাপক জামিলুর রহমান রেজা চৌধুরী বলেছেন, ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেকগুলোর কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না ; মনে হচ্ছে তারা ব্যবসার জন্য এসেছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা ও প্রসারের পথে এসব মানহীন বিশ্ববিদ্যালয় বড় বাধা। জনগণ যাতে প্রতারিত না হয় সেটা দেখা এবং জনস্বার্থ নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। তাই সরকারের উচিত হবে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা বন্ধ এবং সার্টিফিকেট বিক্রিকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে সেসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন হলে আইন করতে হবে। সরকারের কোন চাপের কাছে নতিস্বীকার করা উচিত নয়। বাকি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

## বন্ধ : সার্টিফিকেট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাপক চৌধুরী যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে একথা বলেন। তাঁর এ সময় বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা, সম্ভাবনা, সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাসহ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম ইত্যাদি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। তিনি বলেন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়কে মূলত একটি আন্তর্জাতিক মানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে তারা কাজ করছেন। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় একটি 'টিম ওয়ার্কে' চলে। সবাই মিলেই শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাচ্ছেন। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের ভূমিকা থাকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রধান একাডেমিক কর্মকর্তার সমন্বিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে। তিনি সেই ভূমিকাই পালন করছেন।

২০০১ সালে রাজধানীর মহাখালীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। নিয়মিত একাডেমিক কাউন্সিল ছাড়াও ১৩ সদস্যের শক্তিশালী গভর্নিং বডির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক চেয়ারপারসন ফজলে হাসান আবেদ গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট। এছাড়া গভর্নিং বডিতে উপাচার্য অধ্যাপক রেজা ছাড়াও সাবেক উপদেষ্টা, সাবেক সচিবও রয়েছেন।

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য। ওই বছর মার্চ মাসে তিনি যোগদান করেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ৩টি ইন্সটিটিউট, ৪টি অনুষদ ও ৩টি স্কুলে ১০টি আন্ডার গ্রাজুয়েট (অনার্স), ৬টি অনার্স (মাস্টার্স), ৩টি ডিপ্লোমা ও ২টি সার্টিফিকেট কোর্স চালু আছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) রিপোর্টে দেখা যায়, ১৫ জন বিদেশী শিক্ষার্থীসহ দু'সহস্রাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। মোট ৩৪১ জন শিক্ষক রয়েছেন যাদের মধ্যে ৯০ জনই খণ্ডকালীন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে মোট দু'শ শিক্ষক রয়েছেন। যাদের মধ্যে ১৬০ জন স্থায়ী এবং ৪০ জন পার্টটাইম। খণ্ডকালীন শিক্ষকদের বেশির ভাগই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর এবং বুয়েটের স্বনামধন্য শিক্ষক। অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ ভাগ খণ্ডকালীন শিক্ষকের প্রায় সবাই বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে 'এনওসি' (অনাপত্তিপত্র) না আনলে তাদের সম্মানী পর্যন্ত দেয়া হয় না। তবে ক'টি প্রতিষ্ঠানে এসব এনওসিধারী পড়ান, তা তারা জানেন না। এ বিষয়টি ফাদার প্রতিষ্ঠানকেই নিয়ন্ত্রণ এবং মনিটর করা উচিত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠানের উচিত যেসব শিক্ষক ফাঁকি দেন তাদের মনিটর করা যে, কয় ঘণ্টা তারা বাইরে পড়াচ্ছেন।

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী ১৯৯৬ সালের তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও সিলেটের এই কৃতী সন্তান বাংলাদেশে প্রকৌশল শিক্ষার তীর্থভূমি বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ছাড়াও ডিনের দায়িত্ব পালন করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এ শিক্ষাবিদ একজন আপাদমস্তক গবেষক। একান্ত আলাপচারিতায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার যোগদানের প্রেক্ষাপট এবং তিলে তিলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার অভিজ্ঞতার কথা জানান। এ সময় তিনি বলেন, হার্ভার্ড, ইয়েল, এমআইটিসহ বিশ্বের যত বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মানুষ জানে তা সবই বেসরকারি। বাংলাদেশেও একদিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সে পর্যায়ে পৌঁছবে এবং মানুষ জানতে চাইবে না, কোনটি সরকারি বা বেসরকারি। চাকরিদাতারাই নির্ধারণ করে দেবে কে শ্রেষ্ঠ। তবে কিছু মানহীন বিশ্ববিদ্যালয়ই এ ক্ষেত্রে বড় বাধা। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলো 'পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে চলছে। উদ্যোক্তারাই সেখানে বিভিন্ন পদে বসে আছেন। বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসার জন্যই এই জগতে এসেছে বলে তাদের কর্মকাণ্ডে মনে হয়।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চলছে, তারা নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক মনে করেন। সব কাজে হস্তক্ষেপ করেন বলেও অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। তারা প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করেন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মতো। ইউজিসি এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বন্ধের উদ্যোগ নিয়েও দুর্ভাগ্যক্রমে সফল হতে পারেনি। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একটি আইন জারি করা হয়েছিল। আইনটির সবচেয়ে ভালো দিক ছিল, এতে মালিকদের হস্তক্ষেপ কমত। 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠার বিধানটিও ভালো ছিল। শুনেছি সরকার এখন সেটি পর্যালোচনা করছে। আশা করব আইনটি হবে। আইনের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারকেই নির্ধারণ করতে হবে, তারা 'চিটারদের' ধরবে কিনা। এদের ধরতে হবে। এদের কারণে অন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্বশীল হয়ে সরকারকে সহায়তা করতে হবে। আর সরকারকেও তার নীতিতে অটল থাকতে হবে।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনে করেন, একটি স্বাধীন অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মনিটরিং করা সম্ভব হলেই শিক্ষার্থী-অভিভাবক অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব এটি হলে ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকরা প্রতারিতও হবেন না। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং যখন প্রকাশিত হবে, তখন ছাত্রছাত্রীরাই নির্ধারণ করবে সে কোথায় ভর্তি হবে।

তিনি বলেন, অল্প দিনেই ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সুধী মহলের আস্থা অর্জনের মূল রহস্য হল, এর একাডেমিক পরিবেশ ও মানসম্মত শিক্ষা। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতের জন্য, শুরুতেই ওয়ার্ক প্লান গ্রহণ করা হয়। এতে কোন শিক্ষক কী পড়াবেন তা নির্ধারণ করা হয়। একইভাবে শিক্ষকদের কাছ থেকেও নেয়া হয় ওয়ার্ক প্লান। তাতে তারা কি পড়াবেন, কখন টিউটোরিয়াল ও মিডটার্ম নেবেন ইত্যাদি সার্বিক বিষয় উল্লেখ থাকে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পার্থক্য হল, এখানে 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন' ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষা, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী তিনটিকেই নিয়মিত মূল্যায়ন করা হয়। কমপক্ষে ৭০ ভাগ ক্লাস উপস্থিতি না থাকলে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় বসতে দেয়া হয় না। তিনি বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা প্রায় বিনা পয়সায় পড়ে। প্রাইভেটে প্রচুর পয়সা দিতে হয়। যে কারণে শিক্ষক ঠিকমতো না পড়ালে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ জানায়। নিজেরাও মনিটর করে। নিয়মিত মনিটর করায় শিক্ষকদের সন্তোষজনক পারফরম্যান্স না পেলে চুক্তি নবায়ন করা হয় না। যে কারণে গত দেড় বছরে অন্তত ১০ জন শিক্ষকের চুক্তি তারা নবায়ন করেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের ব্যাপারে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বিধান হচ্ছে ৫ ভাগ দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে পূর্ণ বৃত্তি দিয়ে পড়াতে হবে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা ২০ ভাগের কাছাকাছি পৌঁছে। বিনা বেতনে পড়ালেখা এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ খাতে বছরে সাড়ে ৩শ' কোটি টাকা ব্যয় হয়। আওলিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্যাম্পাস রয়েছে। সেখানে ইংরেজি, এথিকস এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ পড়ানো হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি সেমিস্টার (১৫ সপ্তাহ) সেখানে কাটাতেই হয়। তারা শুধু ছাত্রীদের সীমিত আকারে আবাসনের ব্যবস্থা করেছেন। বিমানবন্দর এলাকার বিপরীত দিকে সেটি অবস্থিত। ২০ জন ছাত্রী থাকেন। তাদের পরিবহন সুবিধা দেয়া হয়।